দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 30 OCT 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ১৪ কার্তিক, ১৩৯৭, ৩০ অক্টোবর, ১৯৯০

পুষ্টি ভবনে বিস্ফোরণ

গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ভবনের নীচতলায় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। এ বিস্ফোরণ ছিল এতই শক্তিশালী যে, এর আশেপাশের প্রায় এক বর্গ কিলোমিটার এলাকায় এর কম্পন অনুভূত হয়। অনেকে একে ভূমিকম্প হচ্ছে বলে ধারণা করে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। যে কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটে তার পাশের কক্ষের দেয়াল ধসে পড়ে, অন্যান্য কক্ষের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি হয়, ভবনের সামনে রাখা একটি অকেজো ফ্রিজ প্রায় ২৫ গজ দূরে ছিটকে পড়ে। পুরো ভবনের দরজা ও জানালার কাচ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। পাশের বাংলা একাডেমী ভবনের বেশ ক'টি দরজা ও জানালার কাচ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। স্টোর রুমে বিস্ফোরণের সাথে সাথে আগুন ধরে যায় পাশের ২০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট প্রশস্ত বই রাখার লাইব্রেরীতে। বিস্ফোরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ ৫ জনের দেহ ঝলসে গেছে। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রীটির অবস্থা গুরুতর বিধায় পরে তাকে ঢাকা সেনানিবাস সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই মারাত্মক বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে একে গ্যাস বিস্ফোরণ বলেই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, এখানে মেটাবোলিক ওয়ার্ডের উদ্বোধনের জন্য কাজ চলছিল। এটা দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ ছিল, ওয়ার্ডের গ্যাস লাইন অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল কয়েক বছর। সেখানে লাইন লিকেজ হয়ে গ্যাস জমে ছিল আগে থেকেই। গ্যাসের সংযোগ পরীক্ষার জন্য যেই মাত্র এক কর্মচারী ম্যাচের কাঠি জ্বালায় অমনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে আগুন ধরে যায়। কিন্তু এই অনুমান সঠিকের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করছেন অনেকেই। তাদের মতে, গ্যাসজনিত কারণে এরূপ ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটা অসম্ভব। এটা অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা বলেও কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ করছেন। পত্রিকার এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, দমকল সূত্র জানিয়েছে যে, গ্যাস লাইন বা ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের কোন অস্তিত্ব ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। রিপোর্টে আরও উল্লেখ রয়েছে, পুলিশের একটি দায়িত্বশীল সূত্র না-কি জানিয়েছেন, যে কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটেছে সে কক্ষটিতে বোমা তৈরির জন্য শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভ রাখা ছিল। অত্যধিক গরমে তার বিস্ফোরণ ঘটেছে। এসবই অনুমান-নির্ভর বলে মনে হয়। বিস্ফোরণের আসল কারণ সঠিক তদন্তের পরেই জানা যাবে।

ইতোমধ্যে ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি এরই মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। অন্যদিকে বিস্ফোরণের পর পুলিশের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্ফোরণস্থল পরীক্ষা করেছেন এবং সেই সাথে কিছু আলামতও নিয়ে গেছেন। যাহোক, আমরা আশা করবো, সঠিকভাবে তদন্ত কাজ পরিচালনা করে এর সকল দিক পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণ করে যেন বিস্ফোরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা হয় এবং যতশীঘ্র সম্ভব এর রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।